ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 001 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০০১ ● কলকাতা ● ১৬ পৌষ, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ০১ জানুয়ারি ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যসচিব হলেন নন্দিনী চক্রবর্তী, স্বরাষ্ট্রসচিব পদে জেপি মিনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব হলেন নন্দিনী চক্রবর্তী । বুধবারই ছিল মনোজ পন্থের এই পদে শেষ দিন। তাঁর মেয়াদ বাড়ল না। নবান্ন বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দিল ওই দায়িত্ব পেতে চলেছেন নন্দিনী চক্রবর্তী। এতদিন তিনি ছিলেন স্বরাষ্ট্রসচিবের দায়িত্বে।অন্যদিকে, ১৯৯১ ব্যাচের মনোজ পন্থকে মুখ্যমন্ত্রী নিজের সচিবালয়ে বড় দায়িত্ব দিলেন। তাঁকে করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি। এই পদে বর্তমানে রয়েছেন গৌতম সান্যাল। তাঁর সঙ্গেই এবার যুক্ত হলেন সদ্য প্রাক্তন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।পদে এলেন আইএএস জগদীশ প্রসাদ মিনা। এখানে বলে রাখা ভাল, এই প্রথম বাঙালি কোনও মহিলা রাজ্যের মুখ্যসচিব হলেন।

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 160

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

"মানুষ এই দুই প্রান্তের মধ্যেই ঝুলতে থাকে। সেইজন্য এখন তোমার শরীরের দ্বারা যে ভাল কাজ হয়েছে, তা তুমি করনি, এরকম ভাব এবং "আমি এই কাজ করেছি"র অহঙ্কার ছেড়ে দাও। দ্বিতীয়, জীবনে যে খারাপ কাজ করেছ, তা শরীর দ্বারা হয়েছে হয়ত, তুমি করনি, এরকম ভেবে তাও ছেড়ে দাও। আত্মগ্লানি করো না।

ক্রমশঃ

গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে যাত্রী ও তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে এম-ইউটিএস পরিচালনার পর্যালোচনা

স্মৃতি সামন্ত ,কলকাতা

আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে যাত্রীদের নির্বিঘ্ন ও স্বাচ্ছন্দ্যময় যাত্রা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার (সিনিয়র ডি.সি.এম.), শিয়ালদহ, শ্রী যসরাম মীণা শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনে এম-ইউটিএস (মোবাইল আনরিজার্ভড টিকিটিং সিস্টেম) পরিচালনার বিস্তারিত পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে শ্রী মীণা এম-ইউটিএস ব্যবস্থার সুষ্ঠু কার্যকারিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। স্টেশনে ভিড় নিয়ন্ত্রণে ডিজিটাল টিকিটিং-এর গুরুত্ব অনুধাবন করে তিনি এম-ইউটিএস কাউন্টার ও ডিজিটাল কিয়স্কগুলির কার্যপ্রণালি ও দক্ষতা খতিয়ে দেখেন। তিনি কর্মরত কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করে সম্ভাব্য প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলি চিহ্নিত করেন এবং মেলা চলাকালীন দৈনন্দিন যাত্রী ও তীর্থযাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দেওয়ার জন্য ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে কি না তা নিশ্চিত করেন।

এম-ইউটিএস মূল্যায়নের সময় মোবাইল টিকিটিং পরিষেবার কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয় যাতে ফিজিক্যাল টিকিট কাউন্টারে দীর্ঘ লাইন এড়াতে ডিজিটাল টিকিটিং ব্যবস্থাকে সক্রিয়ভাবে প্রচার করা হয়।

গঙ্গাসাগর মেলাকে সামনে রেখে শ্রী মীণা সকল বিভাগীয় প্রধান ও স্টেশন কর্মীদের ভিড় ব্যবস্থাপনা, যাত্রী পরিসেবা এবং গঙ্গাসাগর মেলা প্রস্তুতির অংশ হিসেবে অতিরিক্ত সহায়তা ডেস্ক মোতায়েন সংক্রান্ত কঠোর নির্দেশ দেন।

পরিদর্শনকালে কর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী যসরাম মীণা বলেন, প্রত্যেক যাত্রীকে নিরাপদ ও ঝামেলামুক্ত যাত্রা প্রদান করাই আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার। গঙ্গাসাগর মেলা একটি অত্যন্ত ভিড়পূর্ণ অনুষ্ঠান, তাই প্রত্যেক আধিকারিককে নিজের দায়িত্ব পালনে সক্রিয় হতে হবে। বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিক ও দিব্যাঙ্গ যাত্রীদের সুবিধার্থে স্টেশনকে ভিড়মুক্ত ও কার্যকর রাখতে এম-ইউটিএস ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচার অত্যন্ত জরুরি।

অভিষেকের সফর ঘিরে চাপানউতর ঠাকুরবাড়িতে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এসআইআর খসড়া ভোটার তালিকায় বাদ পড়েছে একাধিক মতুয়ার নাম! যা নিয়ে মতুয়াদের মধ্যে তৈরি হয়েছে ক্ষোভ। পাশে থাকার বার্তা দিতে ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে যাচ্ছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পুজো দেবেন হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের মন্দিরে।যদিও এই প্রসঙ্গে শান্তনু ঠাকুরের পালটা মন্তব্য, ”গত দু'বছর আগে ঠাকুরবাড়িতে যখন অভিষেক এসেছিলেন, সেই সময় ঠাকুরবাড়ির প্রত্যেকটা রাস্তা, গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। পুলিশকে দিয়ে এই ঔদ্ধত্য দেখানো হয়। এবারও যদি ওইভাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুরবাড়িতে ঢুকতে চান, তাহলে ঢুকতে দেওয়া হবে না।” শান্তনুর দাবি, ”এটা একটা মন্ত্রীরও বাড়ি। তাঁর যাতায়াতের রাস্তা আটকে দেবে। আসা যাওয়া করতে পারবে না এটা হলে প্রতিবাদ করব।”

বলে রাখা প্রয়োজন, এসআইআরে প্রচুর উদ্বাস্তু মতুয়াদের নাম বাদ পড়তে পারে বলে শঙ্কা। বনগাঁ মহকুমায় খসড়া তালিকায় প্রায় ১ লক্ষ ৪০ লক্ষ মানুষের নাম রয়েছে। যাঁদের মধ্যে অনেকেই মতুয়া এবং উদ্বাস্তু। যা নিয়ে ক্ষোভ, আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। এই আবহেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠাকুরবাড়ি যাওয়া খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হতে

এরপর ৩ পাতায়

অযোধ্যায় রাম লালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী অযোধ্যায় রাম লালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে দেশবাসী এবং ভক্তদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

শ্রী মোদী এই বর্ষপূর্তিকে ভারতের বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ঐশ্বরিক উদযাপন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ভারত এবং বিদেশের অগণিত ভক্তের হয়ে ভগবান শ্রী রাম লালার চরণতলে তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সেইসঙ্গে দেশবাসীকে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভগবান শ্রীরামের আশীর্বাদকে সঙ্গী করে লক্ষ লক্ষ পূর্ণ্যার্থীর পাঁচ শতকের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। রাম লালা আবার তাঁর মহান আশ্রয়স্থলে স্থাপিত হয়েছেন। এই বছর অযোধ্যায় ধর্ম ধ্বজা এবং রাম লালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা দ্বাদশী উদযাপন করা হয়েছে।

শ্রী মোদী আশা প্রকাশ করে বলেন, মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম প্রতিটি ভারতবাসীর হৃদয়ে সেবার চেতনা, ত্যাগ এবং সহমর্মিতার প্রেরণা যোগাবেন। এইসব মূল্যবোধ সমৃদ্ধ এবং স্বনির্ভর ভারত গড়ার ক্ষেত্রে শক্তিশালী ভিত্তি হয়ে উঠবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

(১ম পাতার পর)

রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যসচিব হলেন নন্দিনী চক্রবর্তী, স্বরাষ্ট্রসচিব পদে জেপি মিনা

গত জুন মাসে মুখ্যসচিব পদে মেয়াদ শেষ হয়েছিল মনোজ পন্থের ! কিন্তু সেই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর মেয়াদ ৬ মাসের জন্য বাড়িয়েছিল। সেই প্রেক্ষিতে ৩১ ডিসেম্বরই তাঁর পদে থাকার শেষ দিন ছিল। সূত্রের খবর, এবারও তাঁর মেয়াদ বাড়ানোর জন্য চিঠি পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তা হয়নি। তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নতুন মুখ্যসচিব হিসেবে নন্দিনী চক্রবর্তীকে দায়িত্ব দেওয়ার।

নতুন মুখ্যসচিব হওয়ার দিনই আইএএস মহলে স্বাভাবিকভাবেই রদবদল ঘটেছে ও দায়িত্ব বাড়ানো হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছেন আইএএস অত্রি ভট্টাচার্য, আইএএস সুরেন্দ্র গুপ্তা, আইএএস দুশমন্ত নারিয়ালা, আইএএস বরুণ কুমার রায়।

সবমিলিয়ে ২০২৬-এর ভোটের আগে বড় দায়িত্ব পেলেন ১৯৯৪ ব্যাচের আইএএস নন্দিনী চক্রবর্তী। অন্যদিকে ২০০৪ ব্যাচের আইএএস অফিসার জগদীশ মিনার ওপরও ভরসা রাখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

(২ পাতার পর)

রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যসচিব হলেন নন্দিনী চক্রবর্তী, স্বরাষ্ট্রসচিব পদে জেপি মিনা

চলেছে।যদিও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুজো দিতে দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। যা নিয়ে পালটা তোপ মমতা ঠাকুরপন্থীদের। তাঁদের কথায়, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে আসা ও পুজো দেওয়া কেউ আটকালে রক্তের গঙ্গা বইবে।' যা নিয়ে ঠাকুরবাড়িতে ক্রমশ চড়ছে উত্তেজনার পারদ।

আগামী ৯ জানুয়ারি ঠাকুরবাড়ি যাবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরেই বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "অভিষেক যদি গায়ের জোরে অনেক ফোর্স নিয়ে জোরপূর্বক এখানে আসেন, তাহলে তাঁকে পুজো দিতে দেওয়া হবে না। মতুয়ারা মিছিল করে ধিক্কার জানাবেন।" বিজেপি নেতার কথায়, "আগে তাঁর পিসি হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরকে নিয়ে যে বিকৃত মন্তব্য করেছিলেন তার জন্য ক্ষমা চাক, তারপর উনি পুজো দিতে আসুক। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতুয়াদের পাশে থাকার দরকার নেই।" পালটা জবাব দিতে দেরি করেনি তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতা ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন মতুয়া মহা সংঘ।

সংঘের সাধারণ সম্পাদক সুকেশ গাইন মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "ঠাকুর বাড়ি মতুয়াদের বাড়ি, ভক্তদের বাড়ি, এখানে যে কোনও ধর্ম, বর্ণ রাজনীতির লোক আসতে পারে। শান্তনু ঠাকুর নিজের ব্যক্তিগত বাড়ি মনে করছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এখানে আসা ও পুজো দেওয়া কেউ আটকালে রক্তের গঙ্গা বইবে।" প্রয়োজনে রক্ত দিতেও প্রস্তুত, নিতেও প্রস্তুত বলেও হুঁশিয়ারি মতুয়া মহা সংঘের।

এই বিষয়ে ঠাকুর পরিবারের সদস্য তথা বাগদার তৃণমূল বিধায়ক মধুপর্ণা ঠাকুর বলেন, "ঠাকুর বাড়ি, সবাই আসতে পারেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আসবেন পুজো দেবেন। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীও আগে এসেছিলেন। আমি দাদা-সহ সকলের কাছে অনুরোধ করব যাতে আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।"

ভোটের আগে কেন্দ্রের সঙ্গে কেএলও নেতার বৈঠক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নয়াদিল্লি: আর মাত্র কয়েকমাস পর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে রাজ্য সরকারকে কার্যত অন্ধকারে রেখে কেএলও সুপ্রিমো জীবন সিংহের সঙ্গে বৈঠক কেন্দ্রের। জানা গিয়েছে, বৈঠকে পৃথক কামতাপুর-সহ তিন দাবিতে অনড় কেএলও নেতা। কী কারণে রাজ্যকে না জানিয়ে বৈঠক, স্বাভাবিকভাবেই

উঠছে প্রশ্ন।ভারতে 'নিষিদ্ধ' কেএলও নেতা জীবন সিং প্রায় তিন বছর মায়ানমারের গোপন ঘাঁটিতে থাকার পর এখন আছেন দিল্লির এক 'সেফ হাউস'-এ। কেন্দ্রের সঙ্গে বৈঠকের পর সেখান থেকেই জীবন বলছিলেন, "আমরা দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতিত। আমাদের অধিকার একের পর এক কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।" তাঁর দাবি অনুযায়ী, কেন্দ্রকে তাঁরা বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, নিজভূমেই আজ তাঁরা পরবাসী।

এরপর ৬ পাতায়

বর্ষবরণে নেশা হলেও ভয় নেই! মদ্যপকে বাড়ি পৌঁছে দেবে পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাতে আনন্দে লাগাম টানতে চায় না সরকার-কিন্তু নিরাপত্তায় আপসও নয়। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে গিয়ে কেউ মদ্যপ হয়ে পড়লে তাঁকে শাস্তি নয়, নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেওয়াই অগ্রাধিকার-এমনই ব্যতিক্রমী ও মানবিক ঘোষণা করল কর্নাটক সরকার। পুলিশমন্ত্রী জি পরমেশ্বর জানালেন, বর্ষবরণের রাতে নেশাগ্রস্ত হয়ে বেসামাল হলে পুলিশই দায়িত্ব নিয়ে সাহায্য করবে-প্রয়োজনে বাড়ি পৌঁছে দেবে, এমনকি বিশ্রামের ব্যবস্থাও থাকবে।তবে মানবিকতার সঙ্গে কড়া বার্তাও স্পষ্ট। মন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। ড্রিঙ্ক অ্যান্ড ড্রাইভে ধরা পড়লেই কড়া আইনি ব্যবস্থা নেবে পুলিশ। অর্থাৎ, উদ্‌যাপন হোক নিরাপদে-নিজের ও অন্যের জীবন ঝুঁকিতে ফেলে নয়।মন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আনন্দের রাতে কারও যেন বিপদ না হয়-এই লক্ষ্যেই বিশেষ পরিকল্পনা। যাঁরা অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে কথা বলার মতো অবস্থায় নেই বা সংজ্ঞাহীন হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন, তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে পুলিশ ও নিরাপত্তারক্ষীরা। সব ক্ষেত্রে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া সম্ভব না হলেও, ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকা ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়ানো হবে-এটাই প্রশাসনের বার্তা।

বর্ষবরণের রাতে বিশ্রামের প্রয়োজন হলে রাজ্য জুড়ে ১৫টি নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিত করেছে সরকার। উৎসবের চাপ বেশি থাকে-এমন শহরগুলিতেই মূলত এই ব্যবস্থা। তালিকায় রয়েছে বেঙ্গালুরু, মাইসুরু, হুব্বালি, বেলাগাভি এবং মেঙ্গালুরু। সেখানে নেশাগ্রস্তরা চাইলে নিরাপদে বিশ্রাম নিতে পারবেন।

মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়েও বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। কর্নাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার জানিয়েছেন, শুধু বেঙ্গালুরুতেই অতিরিক্ত ২০ হাজার পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা, পানশালা ও রেস্তরাঁয় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। প্রয়োজন হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে-এমন সতর্কবার্তাও দিয়েছে প্রশাসন।

সম্পাদকীয়

বর্ষ শেষের দিনেই রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে বড় রদবদল ঘটালেন মমতা

বর্ষ বিদায়ের দিনেই রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে ব্যাপক রদবদল ঘটালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের ইতিহাসে প্রথম মহিলা মুখ্যসচিব হিসাবে দায়িত্ব পেয়েছেন ১৯৯৪ ব্যাচের আইএএস আধিকারিক নন্দিনী চক্রবর্তী। তিনি এতদিন স্বরাষ্ট্র, পার্বত্য বিষয়ক ও পর্যটন দফতরের সচিব পদে কর্মরত ছিলেন।

পরে রাজ্যের মুখ্যসচিব হিসাবে মনোজ পন্থের কর্মকালের মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব করেছিল নবান্ন। সেই সুপারিশে সম্মতি জানিয়েছিল মোদি সরকার।গত জুন মাসে আরও ৬ মাস কার্যকালের মেয়াদ বাড়ানো হয় পন্থের। সেই মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে কাকে মুখ্যসচিবের দায়িত্ব দেওয়া হবে তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছিল। সূত্রের খবর, বিধানসভা ভোটের কথা ভেবে মনোজ পন্থের কার্যকালের মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রের কর্মী বর্গ মন্ত্রকের (ডিওপিটি) আবেদন জানানো হয়েছিল। বিদায়ী মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব পদে নিয়োগ করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব পেয়েছেন ২০০৪ ক্যাডারের আইএএস আধিকারিক জগদীশ প্রসাদ মীনা।

পাশাপাশি পর্যটন দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের দায়িত্ব পেয়েছেন ১৯৯২ ক্যাডারের আমলা বরুণ কুমার রায়। বর্তমানে তিনি অপ্রচলিত শক্তি দফতরের দায়িত্বে রয়েছেন। একই সঙ্গে দুই দফতরের দায়িত্ব সামলাবেন তিনি। ১৯৯৩ ক্যাডারের আইএএস দুষ্যন্ত নারিয়ালা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর এবং জিটিএ'র অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের পাশাপাশি সংশোধনাগার দফতরের দায়িত্ব সামলাবেন। ১৯৮৯ ব্যাচের আইএএস আধিকারিক তথা রাজ্যের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র সচিব অত্রি ভট্টাচার্য সুন্দরবন সংক্রান্ত দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের পাশাপাশি নেতাজি সুভাষ অ্যাডমিনেস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর জেনারেলের দায়িত্ব পালন করবেন। প্রেসিডেন্সি বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পেয়েছেন ১৯৯৭ ব্যাচের আইএএস সুরেন্দ্র কুমার গুপ্ত। তিনি বর্তমানে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের প্রধান সচিব পদে রয়েছেন।

বুধবারই বছরের শেষদিনে দীর্ঘ কর্মজীবন শেষে অবসর নিয়েছেন ১৯৯১ ক্যাডারের আইএএস আধিকারিক মনোজ পন্থ। গত বছর ৩১ অগস্ট ভগবতী প্রসাদ গোপালিকার জায়গায় মুখ্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি। মুখ্যসচিব হিসেবে গোপালিকার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানিয়েছিল রাজ্য। কিন্তু, দিল্লি তাতে সায় দেয়নি। তারপরই মনোজ পন্থের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। গত ৩০ জুন মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল মনোজ পন্থের। তাঁর জায়গায় কাকে নতুন মুখ্যসচিব করা হবে, তা নিয়েও জোর আলোচনা শুরু হয়েছিল।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(নবম পর্ব)

পূজিতা।অন্যান্য দেবদেবীর মতো সরস্বতীকে নিয়ে ভক্তের কল্পনার সীমা নেই। তিনি পশ্চিমবঙ্গে দ্বিভূজা, হংসবাহিনী। কিন্তু দেশের কোথাও কোথাও তিনি চতুর্ভূজা এবং ময়ূরবাহিনী। মহাভারত রচনা হওয়ার আগেই রাজপুতানার মরুভূমিতে সরস্বতী নদী অদৃশ্য হয়ে গেলেও কয়েকটি স্রোতধারা অবশিষ্ট ছিল। এই

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ওড়িশায় ১,৫২৬.২১ কোটি টাকার ৩২৬ নং জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ প্রকল্পে অনুমোদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে ওড়িশায় দু'লেনের ৩২৬ নং জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ প্রকল্পে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে ৬৮.৬০০ কিলোমিটার থেকে ৩১১.৭০০ কিলোমিটার পর্যন্ত রাস্তার সম্প্রসারণ ঘটানো হবে। প্রকল্পের মোট খরচ ধরা হয়েছে ১,৫২৬.২১ কোটি টাকা। এর মধ্যে নির্মাণ কাজে খরচ ধরা হয়েছে ৯৬৬.৭৯ কোটি টাকা।

এই প্রকল্পের কাজ শেষ হলে, যাতায়াত আরও দ্রুত, নিরাপদ এবং সুরক্ষিত হয়ে উঠবে। পাশাপাশি, দক্ষিণ ওড়িশায় সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটাবে এই প্রকল্প। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে শিল্প, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পর্যটনের প্রসারের পাশাপাশি কর্মসংস্থানেরও উন্নতি ঘটবে।

ইপিসি পদ্ধতিতে এই প্রকল্প রূপায়িত করা হবে। ড্রোন ম্যাপিং-এর মাধ্যমে প্রকল্পের রূপরেখা তৈরি করা হবে। দু'বছরের মধ্যে কাজ শেষের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। এই সড়ক প্রকল্প ওড়িশার গজপতি, রায়গড়া এবং কোরাপুট জেলার সঙ্গে রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলকে যুক্ত করবে। পাশাপাশি, অন্ধ্রপ্রদেশের সঙ্গেও যোগাযোগ গড়ে তুলবে এই সড়ক প্রকল্প।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

"বজ্রচর্চিকা। অক্ষোভ্যকুলের এই দেবী ঠিক হিন্দু চামুণ্ডার ন্যায় অস্থিসার। ইঁহার শরীরের সমস্ত হাড় বাহির হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া ইঁহাকে দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর। প্রসারিত শবদেহের উপর পা রাখিয়া ইনি অর্ধপর্যঙ্কাসনে নৃত্য করিতে থাকেন। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মহারাষ্ট্রে বিওটি (টোল) মডেলে ১৯,১৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬-লেনের প্রবেশাধিকার-নিয়ন্ত্রিত গ্রিনফিল্ড ৩৭৪ কিলোমিটার দীর্ঘ নাসিক-সোলাপুর-আক্কলকোট করিডর নির্মাণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন

নতুন দিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী-র পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি আজ মহারাষ্ট্রে বিওটি (টোল) মডেলে ১৯,১৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬-লেনের প্রবেশাধিকার-নিয়ন্ত্রিত গ্রিনফিল্ড ৩৭৪ কিলোমিটার দীর্ঘ নাসিক-সোলাপুর-আক্কলকোট করিডর নির্মাণ অনুমোদন দিয়েছে। এই প্রকল্পটি নাসিক, অহল্যানগর, সোলাপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক শহরগুলিকে কুর্ণুলের সঙ্গে সংযুক্ত করবে। পিএম গতিশক্তি জাতীয় মাস্টার প্ল্যানের অধীনে সুসমন্বিত পরিবহণ পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

নাসিক থেকে আক্কলকোট পর্যন্ত গ্রিনফিল্ড করিডরটি ভাধাওয়ান বন্দরের কাছে দিল্লি-মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে, নাসিকে এনএইচ-৬০ (আদেগাঁও)-এর সংযোগস্থলে আগ্রা-মুম্বাই করিডরের সঙ্গে এবং পাংরিতে (নাসিকের কাছে) সমৃদ্ধি মহামার্গের সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। প্রস্তাবিত করিডরটি দেশের পশ্চিম উপকূল থেকে পূর্ব উপকূল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ রক্ষা করবে। চেন্নাই বন্দরের দিক থেকে, তিরুভাল্লুর, রেনিগুন্টা, কাডাপ্পা এবং কুর্নুল হয়ে হাসাপুর (মহারাষ্ট্র সীমান্ত) পর্যন্ত ৪-লেনের করিডরের কাজ ইতিমধ্যেই চলছে (৭০০ কিলোমিটার দীর্ঘ)। প্রস্তাবিত এই ৬-লেনের গ্রিনফিল্ড করিডরের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো ভ্রমণকে আরও সহজ করে তোলা, এতে দূরত্ব ২০১ কিলোমিটার কমবে এবং ১৭ ঘন্টা সময় বাঁচবে বলে মনে করা হচ্ছে। নাসিক-আক্কলকোট (সোলাপুর) সংযোগটি কোপ্পার্থি ও ওরভাকালে জাতীয় শিল্প করিডর উন্নয়ন নিগম নির্মিত সংযোগস্থলগুলির লজিস্টিকস দক্ষতা উন্নত করবে। এই অংশের নাসিক-তালেগাঁও দিঘে অংশটি পুনে-নাসিক এক্সপ্রেসওয়ের উন্নয়ন ঘটাবে। এই প্রকল্পের আওতায় উন্নত নিরাপত্তা এবং নিরবচ্ছিন্ন যান চলাচল নিশ্চিত করার জন্য উচ্চ গতির করিডর নির্মাণ করা হবে, যা ভ্রমণের সময়, যানজট এবং পরিচালন ব্যয় কমিয়ে আনবে। এর ফলে, এই অঞ্চলের মৌলিক পরিকাঠামোর উন্নতিসাধন হবে, যা নাসিক, অহল্যানগর, ধারাশিব এবং সোলাপুর জেলার সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখবে।

৬-লেন বিশিষ্ট প্রবেশাধিকার-নিয়ন্ত্রিত এই গ্রিনফিল্ড করিডরে টোল আদায়ের ব্যবস্থা থাকবে। এখানে যানবাহনের সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় ১০০ কিমোমিটার এবং গড় গতি ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার হবে। এর ফলে ভ্রমণের সময় প্রায় ১৭ ঘণ্টায় নেমে আসবে (৩১ ঘণ্টা থেকে ৪৫% হ্রাস পাবে), যাত্রী এবং পণ্য পরিবহণ – দুইয়ের ক্ষেত্রেই এটি নিরাপদ, দ্রুত, এবং নিরবচ্ছিন্ন যাতায়াতের ব্যবস্থা করবে।

এই প্রকল্প থেকে প্রায় ২৫১.০৬ লক্ষ কর্মদিবসের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান এবং ৩১৩.৮৩ লক্ষ কর্মদিবসের পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। প্রস্তাবিত করিডরের আশপাশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকায় আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৬ সালের ৩ জানুয়ারি পবিত্র পিপরাহওয়া ধ্বংসাবশেষের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন

নতুন দিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫

ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক “লোটাস লাইট: দ্য রেলিকস অফ দ্য অ্যাওয়েকেন্ড ওয়ান” শীর্ষক একটি সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীর আয়োজন করছে, যেখানে পবিত্র পিপরাহওয়া নিদর্শনগুলির পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ সংশ্লিষ্ট পুরাবস্তুগুলি প্রদর্শিত হবে। এই প্রদর্শনীটি বুদ্ধের শিক্ষার সঙ্গে ভারতের দীর্ঘস্থায়ী সভ্যতাগত সংযোগ এবং এর সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উপস্থাপনের প্রতি ভারতের অঙ্গীকারকে তুলে ধরে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার, ৩ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে নতুন দিল্লির রাই পিথোরা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন। এই অনুষ্ঠানটি ভারতের সাংস্কৃতিক ও কূটনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হবে, প্রদর্শিত নিদর্শনগুলির ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব অপরিসীম এবং বিশ্বজুড়ে বৌদ্ধ সম্প্রদায় এগুলির আরাধনা করে।

পিপরাহওয়া নিদর্শনগুলি উনবিংশ শতকের শেষের দিকে আবিষ্কৃত হয়। মনে করা হয় যে এগুলি শাক্য বংশের সংরক্ষিত গৌতম বুদ্ধের নশ্বর দেহাবশেষের সঙ্গে সম্পর্কিত। এগুলির প্রত্যাবর্তন ও সর্বসাধারণের জন্য প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা এবং বুদ্ধের শিক্ষায় মূর্ত শান্তি, সহমর্মিতা ও বোধি প্রাপ্তির সর্বজনীন মূল্যবোধকে প্রচার করার ক্ষেত্রে ভারতের ধারাবাহিক প্রয়াসের প্রতিফলন ঘটে।

প্রদর্শনীতে যা থাকবে:

পবিত্র পিপরাহওয়া নিদর্শন এবং সংশ্লিষ্ট পুরাবস্তু তাদের ঐতিহাসিক, আধ্যাত্মিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের বর্ণনা

বৌদ্ধধর্মের ধাত্রীভূমি হিসেবে ভারতের ভূমিকার উপর গুরুত্ব দিয়ে ব্যাখ্যামূলক বিবরণ

পণ্ডিত, ভক্ত এবং সাধারণ মানুষ – সবাই যাতে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পিত প্রদর্শনীর অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন তার ব্যবস্থা

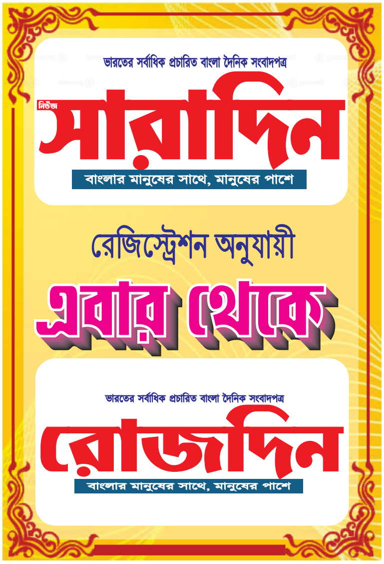

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

মন কি বাতের ১২৯ তম পর্বের কিছু তথ্য প্রধানমন্ত্রী সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন

(শেষ পর্ব)

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বন্ধুরা, মন কি বাত এমন মানুষদের সামনে আনারও মঞ্চ, যারা নিজেদের পরিশ্রমের দ্বারা শুধু পরম্পরাগত শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাই নয়, উপরন্তু তার মাধ্যমে স্থানীয় মানুষদের সশক্তিকরণও করছেন। মনিপুরের চূড়াচাঁদপুরে মার্গারেট রামথারসিয়েম(Ramtharsiem) জি এমনই এক প্রয়াস চালাচ্ছেন। উনি মণিপুরের পরম্পরাগত উৎপাদনগুলিকে, সেখানকার হ্যান্ডিক্রাফ্টকে, বাঁশ ও কাঠের তৈরি দ্রব্যকে এক বৃহৎ, প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন। এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উনি একজন হ্যান্ডিক্রাফট আর্টিস্ট থেকে মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনার এক মাধ্যম হয়ে উঠেছেন। আজ মার্গারেটজির ইউনিটে ৫০ জনেরও বেশি শিল্পী কাজ করছেন এবং তারা নিজ পরিশ্রমে দিল্লি সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে তাদের নিজেদের প্রোডাক্টের এক মার্কেটও ডেভেলপ করেছেন।

বন্ধুরা, মনিপুর থেকেই আরেকটি উদাহরণ সেনাপতি জেলার বাসিন্দা চোখোনে ক্রিচেনা। তার পুরো পরিবার পরম্পরাগত কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ক্রিচেনা এই পরম্পরাগত অভিজ্ঞতাকে আরো বিস্তৃত করলেন। তিনি ফুলের চাষকে নিজের ভালোবাসায় পরিণত করলেন। আজ তিনি এই কাজে আলাদা আলাদা বাজারের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন এবং নিজের অঞ্চলের লোকাল কমিউনিটিকেও সবল করছেন। বন্ধুরা, এই উদাহরণ একথা বলে যে যদি পরম্পরাগত জ্ঞানকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে তা আর্থিক বিকাশের বড় অবলম্বন হয়ে ওঠে। আপনার আশেপাশেও যদি এমন সাফল্যের কাহিনী থাকে তাহলে আমার সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করবেন।

বন্ধুরা, আমাদের দেশের সবচেয়ে সুন্দর বিষয় এটা যে, বছরভর সব সময়ই দেশের কোন না কোন অঞ্চলে উৎসবের আবহ থাকে। আলাদা আলাদা পার্বণ উদযাপন তো থাকেই, পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যের স্থানীয় উৎসবও আয়োজিত হতে থাকে।

আপনি যদি ঘুরতে চান তাহলে দেশের কোনো না কোনো প্রান্ত এক অনন্য উৎসব নিয়ে প্রস্তুত। এ রকমই এক উৎসব এখন কচ্ছের রনে চলছে। এবছর 23 শে নভেম্বর শুরু হয়ে আগামী কুড়ি ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই উৎসব চলবে। এখানে কচ্ছের লোকসংস্কৃতি, লোকসংগীত, নৃত্য আর হস্তশিল্পের বৈচিত্র আপনি দেখতে পাবেন। কচ্ছের শুভ্র রনের সৌন্দর্য দেখাটাই এক সুখের অনুভূতি। রাতের বেলা যখন শুভ্র রনে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে সেই দৃশ্য মনন্ত্রমুগ্ধ করে দেয়ার মত। রণ উৎসবের টেন্ট সিটি ভীষণ জনপ্রিয়। আমি খবর পেয়েছি গত এক মাসে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এবং বিদেশ থেকেও দু লক্ষের বেশি মানুষ এই রন উৎসবে অংশ নিয়েছেন। আপনিও যখনই সুযোগ পাবেন এই ধরনের উৎসবে অবশ্যই অংশগ্রহণ করবেন। আর ভারতের বৈচিত্রের আনন্দ উপভোগ করবেন। বন্ধুরা ২০২৫ এর মন কি বাতের এটি শেষ পর্ব এবার আমরা ২০২৬ এর মন কি বাতে এরকমই উদ্যম উৎসাহ এবং আন্তরিকতার সঙ্গে নিজের মনের কথা বলার জন্য মন কি বাত অনুষ্ঠানে যুক্ত হব। নতুন শক্তি নতুন বিষয় নতুন প্রেরণায় পরিপূর্ণ করে দেয়ার মত দেশবাসীর অগণিত গাথা আমাদের সকলকে মন কি বাত এ একত্রিত করে। প্রতিমাসে এরকম অনেক বার্তা আমার কাছে আসে যাতে দেশবাসী বিকশিত ভারত নিয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিনিময় করেন। তাদের থেকে পাওয়া পরামর্শ এবং এই বিষয়ে তাদের প্রয়াস দেখে যেসব কথা আমার কাছে অব্দি পৌঁছায় তাতে এই বিশ্বাস আরো মজবুত হয় যে বিকশিত ভারতের সংকল্প নিশ্চয়ই বাস্তবায়িত হবে। এই বিশ্বাস দিনে দিনে আরো মজবুত হয়ে উঠছে। ২০২৬ সাল এই সংকল্প সিদ্ধির এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হবে। আপনি এবং আপনার পরিবারের জীবন সুখের হোক এই কামনার সঙ্গে এই পর্ব থেকে বিদায় নেবার আগে একটা কথা নিশ্চয়ই বলবো "ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট"। আপনাকেও ফিট থাকতে হবে। শীতের এই মরসুম ব্যায়াম করার জন্য উপযুক্ত, ব্যায়াম করুন। আপনাদের সকলকে ২০২৬ এর অনেক অনেক শুভকামনা... ধন্যবাদ.... বন্দেমাতরম।

(৩ পাতার পর)

ভোটের আগে কেন্দ্রের সঙ্গে কেএলও নেতার বৈঠক

জীবনের আশা, দ্বিপাক্ষিক শান্তি বৈঠকে জট অনেকটাই খুলেছে। এই দাবির পরই উঠছে প্রশ্ন। বিষয়টি যেখানে রাজ্যভাগের সেখানে কেন থাকবে না অসম ও বাংলার কোনও প্রতিনিধি। এই বিষয়ে কেএলও ও কেএসডিএ-র বক্তব্য, ১৯৪৯ সালে যে চুক্তির মাধ্যমে তাদের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুর কোচবিহারকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেন, সেই চুক্তি হয়েছিল মহারাজা ও কেন্দ্রের মধ্যে। সেখানে কোনও রাজ্য ছিল না। তাই আলোচনা যা হওয়ার হবে কেন্দ্রের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক। এদিনের বৈঠকের পর আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বড় ভূমিকা নেওয়ার বিষয়েও আশাবাদী তাঁরা। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, পৃথক রাজ্যের পক্ষে যারা থাকবে, তাদেরই সমর্থন করা হবে। তাহলে আসন্ন নির্বাচনে কি হবে তাদের ভূমিকা? কোনও অবস্থাতেই আর বঙ্গভঙ্গ করতে দেওয়া হবে না, এই বক্তব্য অনেক আগে থেকেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার সাম্প্রতিক সময়ে একই কথা শোনা গিয়েছে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারির মুখেও। এই প্রসঙ্গে জীবনের বক্তব্য, "কে শুভেন্দু? আমার সঙ্গে ওর বসেদের কথা হয়। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ঠিক করবে তাঁরা কীভাবে রাজ্যস্তরের নেতাদের ঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ দেখাবেন।"তবে কি ভোটমুখী বাংলায় ভোটবাক্সকে মজবুত করতে এবার 'পৃথক কামতাপুর' দাবি সহায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের? রাজনৈতিক মহলে ক্রমশ জোরাল হচ্ছে সে প্রশ্ন।

সোম ও মঙ্গলবার কেন্দ্রের সঙ্গে দু'দিনের শান্তি বৈঠক করেন কেএলও ও কামতাপুরী স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল (কেএসডিএ)-এর নয় সদস্য। যেখানে তাদের তিনটি দাবি নিয়েই মূলতঃ সরব হন তাঁরা। যার প্রধান দাবি ছিল গ্রেটার কোচবিহার বা কামতাপুরী রাজ্যের গঠন। সঙ্গে ছিল কোচ-রাজবংশীদের তফশিলি জনজাতির স্বীকৃতি দেওয়া ও কামতাপুরী (রাজবংশী) ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফশিলের অন্তর্ভুক্ত করা। কেএলও নেতা জীবন সিংয়ের দাবি অনুযায়ী, পৃথক রাজ্যের দাবির বিষয়ে কামতাপুরী স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের বক্তব্যে সহমত পোষণ করেছে কেন্দ্র। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের উচ্চপর্যায়ের আধিকারিকরা বলেছেন, তাঁদের সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবেই বঞ্চনা হয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে তাঁরা সঠিক জায়গায় রিপোর্ট দিয়ে দেবেন। একইসঙ্গে অসম, উত্তরবঙ্গ ও বিহারের কোচ-রাজবংশীদের তফশিলি জনজাতির স্বীকৃতি দেওয়া ও কামতাপুরী (রাজবংশী) ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফশিলের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি নিয়ে কেন্দ্র ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে, বলেও দাবি জীবনের।

সিনেমার খবর

শ্রীদেবীর সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ প্রসঙ্গে যা বললেন মাধুরী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিত ও শ্রীদেবী একটা সময় বলিউড রাজত্ব করেছিলেন। কথিত আছে এ দুই নায়িকার নাকি সম্পর্ক ভালো ছিল না। যদিও বলিউড নায়িকাদের মধ্যে শীতল লড়াই কোনো নতুন ঘটনা নয়। এ নিয়ে তাদের মধ্যকার 'ক্যাটফাইট' বারবার আলোচনার খরাকে পরিণত হয়। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শ্রীদেবী প্রসঙ্গে কথা বলেন মাধুরী।

৯০-এর দশকের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী ছিলেন মাধুরী দীক্ষিত। অভিনেত্রী বলেন, আমাদের মধ্যে এমন কোনো কারণ ছিল না যে, আমরা একে অপরকে অসম্মান করব। তিনি এমন একজন অভিনেত্রী ছিলেন, তার ক্যারিয়ারে খুব কঠোর পরিশ্রম করেছেন। আমিও তাই। আমি মনে করি, আমরা দুজনেই এটা জানতাম।

শুধু তাই নয়, শ্রীদেবী মারা গেলে মাধুরী 'কলঙ্ক' সিনেমায় তার জায়গা নেন। শ্রীদেবীকন্যা জাহ্নবী কাপুর সেই সময় মাধুরীর জন্য একটি বিশেষ পোস্টও শেয়ার করে নিয়েছিলেন। করণ জোহরের 'কলঙ্ক' সিনেমায় শ্রীদেবীর থাকার কথা ছিল। তবে অভিনেত্রী মারা যাওয়ার পর, পরিচালক সেই প্রস্তাব নিয়ে যান মাধুরীর কাছে।

এ সময় জাহ্নবী কাপুর সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, কলঙ্ক তার মায়ের হৃদয়ের খুব কাছের একটি সিনেমা। বাবা ও খুশি কাপুর (শ্রীদেবীর ছোট মেয়ে) এবং আমি মাধুরীজির কাছে কৃতজ্ঞ সেই সিনেমার অংশ হওয়ার জন্য।

এর আগে ২০১৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি শ্রীদেবী মারা যান। তবে এখনো দর্শক মনে একইভাবে জায়গা আছে মাধুরীর তার কালজয়ী সিনেমা দিয়ে। সঙ্গে তার দুই মেয়ে জাহ্নবী ও খুশি কাপুরও নায়িকা হিসেবে কাজ করে চলেছেন। সবসময়ই দুই কন্যাকে জন্মদিন কিংবা সিনেমা রিলিজের সময় মায়ের পোশাক পরে আসতে দেখা যায়।

উল্লেখ্য, মাধুরী আপাতত তার নতুন সিরিজ মিসেস দেশপান্ডের মুক্তি উপভোগ করছেন, যা ভালো সাড়া পাচ্ছে। এতে তিনি এমন একজন বন্দি চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যিনি একটি খুনের মামলায় পুলিশকে সহায়তা করেন।

মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরেও পারফর্ম করেন নোরা ফাতেহি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের মুম্বাইয়ের রাস্তায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছেন বলিউড অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী নোরা ফাতেহি। এমন দুর্ঘটনার পরও নির্ধারিত কনসার্টে পারফর্ম করেন নোরা ফাতেহি। এ প্রসঙ্গে অভিনেত্রী বলেন, 'আমি আমার কাজ বা স্বপ্নকে থামতে দিই না। এখানে পৌঁছাতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। কোনও মাতাল চালক আমার সেই সুযোগ কেড়ে নিতে পারবে না।'

২১ ডিসেম্বর দুপুরে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে যাওয়ার পথে তার গাড়িতে সজোরে ধাক্কা দেয় একটি দ্রুতগতির গাড়ি।

দুর্ঘটনার পর গুরুতর আঘাতের আশঙ্কায় নোরাকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়। মাথায় আঘাত লেগেছে কি না তা নিশ্চিত করতে করা হয় সিটি স্ক্যান। চিকিৎসকদের ভাষ্য অনুযায়ী, বড় ধরনের কোনও আঘাত বা রক্তক্ষরণ ধরা পড়েনি বলে খবর পিঙ্কভিলার।

ঘটনার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত এক ভিডিওতে নোরা জানান, এটি তার জীবনের সবচেয়ে আতঙ্কজনক অভিজ্ঞতাগুলোর একটি। তিনি বলেন, 'একজন ব্যক্তি মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তার গাড়ির সজোর ধাক্কায় আমি গাড়ির ভেতর ছিটকে পড়ি এবং জানালার সঙ্গে মাথায় আঘাত পাই।'

নিজের বর্তমান অবস্থা জানিয়ে নোরা বলেন, 'আমি ভাগ্যবান যে বেঁচে আছি। শরীরের কিছু জায়গায় আঘাত ও ফোলা আছে, তবে বড় কোনও ক্ষতি হয়নি। পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারত।'

মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো নিয়ে সতর্ক করে তিনি বলেন, 'এই ধরনের বেপরোয়া আচরণ অন্যদের জীবন বিপন্ন করে তোলে। সেই মুহূর্তে চোখের সামনে জীবন ভেসে উঠেছিল। এখনও মানসিকভাবে কিছুটা আতঙ্ক কাটেনি।'

বিরতি শেষে নতুন রূপে ফিরছেন কিয়ারা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী কিয়ারা আদভানি দীর্ঘদিন সিনেমা থেকে দূরে ছিলেন। দীর্ঘ বিরতি শেষে নতুন সিনেমা নিয়ে নতুন রূপে ফিরছেন তিনি। ইতোমধ্যে তার নতুন সিনেমা 'টক্সিক'-এর পোস্টার মুক্তি পেয়েছে। এ নিয়ে ভক্ত-অনুরাগীদের মাঝে শুরু হয়েছে উন্মাদনা। রোববার (২১ ডিসেম্বর) অভিনেত্রীর ফার্স্টলুক পোস্টার সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। এরপর থেকেই নেটিজেনদের মাঝে ভাইরাল হয়ে পড়ে।

সামাজিক মাধ্যম ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে কিয়ারা আদভানির ছবির পোস্টার শেয়ার করে অভিনেতা ইয়াশ লিখেছেন, নাদিয়া চরিত্রে কিয়ারা আদভানি-একটি বিষাক্ত রূপকথার গল্প; শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য।

সেই পোস্টারে ছবিতে অভিনেত্রী কিয়ারা আদভানিকে কালো রঙের অফ-শোল্ডার গাউন এবং উঁচু কাটের ড্রেসে দেখা গেছে। তিনি একটি ড্যান্স ফ্লোরে স্পটলাইটের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। তার চোখে রয়েছে গভীর বিষণ্ণতা, আর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু। এক রহস্যময় ও যন্ত্রণার এবং অন্ধকার আবহে মোড়া চিত্র ফুটে উঠে তার চেহারায়।

কিয়ারার এই নতুন লুক দর্শকদের মধ্যে তুমুল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনরা অভিনেত্রীর এই লুকের সঙ্গে টিম বার্টন সিনেমার চরিত্র কিংবা হর্লে কুইনের তুলনা করেছেন। এক নেটিজেন মন্তব্য করে বলেছেন, নাদিয়া চরিত্রে কিয়ারা ভীষণ শক্তিশালী। আরেক নেটিজেন বলেছেন, একদম লেডি জোকারের মতো ভাইব!

গীতু মোহন দাস পরিচালিত 'টক্সিক' সিনেমায় কিয়ারা আদভানির বিপরীতে অভিনয় করছেন ইয়াশ। সিনেমার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আরও অভিনয় করছেন সুতারিয়া, হুমা কুরেশি, রুক্মিণী বসন্ত, অক্ষয় ওবেরয়, সুদেব নায়ার প্রমুখ।

সিনেমাপ্রেমী দর্শকদের বাড়তি আকর্ষণ— 'টক্সিক' সিনেমাটি ছয়টি ভাষায় মুক্তি পাবে। কন্নড় ও ইংরেজি ভাষায় একসঙ্গে শুট করা হয়েছে। সব ঠিক থাকলে সিনেমাটি আগামী ২০২৬ সালের ১৯ মার্চ মুক্তি পাবে।

এখনই ওয়ানডে থেকে অবসর নিচ্ছেন না রোহিত শর্মা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ওয়ানডে ক্রিকেটে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে অবসর ভাবনা পরিষ্কার করলেন রোহিত শর্মা। ৩৮ বছর বয়সী এই ভারতীয় ব্যাটার জানিয়ে দিয়েছেন, এখনই অবসর নেওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই তার। বরং ওয়ানডে ফরম্যাটে নিজেকে আরও দীর্ঘ সময় দেখতে চান তিনি।

আইসিসি ওয়ানডে ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ে বর্তমানে এক নম্বরে থাকা রোহিত শর্মার জন্য ২০২৫ সাল ছিল অসাধারণ। বছরজুড়ে ভারতের হয়ে খেলা ১৪টি ওয়ানডেতে তিনি করেছেন ৬৫০ রান, যেখানে রয়েছে ২টি সেঞ্চুরি এবং ৪টি হাফ সেঞ্চুরি।

বিশেষ করে অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়া সফর ছিল তার ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা সময়। ওই সিরিজে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়ে 'প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ' জেতেন রোহিত। সেই পারফরম্যান্সই প্রথমবারের মতো তাকে আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে পৌঁছে দেয়।

অস্ট্রেলিয়া সফরের আগেই রোহিত শর্মাকে নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠে। এমনকি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতিয়েও তাকে ওয়ানডে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। অনেকেই মনে করছিলেন, অস্ট্রেলিয়া সফরই নাকি তার আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার নির্ধারণ করবে। কিন্তু রান দিয়ে জবাব দিয়েছেন রোহিত শর্মা।

সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে খোলামেলা কথা বলেন তিনি। নিজের জীবনকে একটি উড়োজাহাজের সঙ্গে তুলনা করে রোহিত বলেন, তার শুরুর সময় ছিল কঠিন। তবে একবার গতি পাওয়ার পর সেই উড়োজাহাজ এখনও ওপরে উড়ছে। তিনি চান, সেই উড়োজাহাজ এখনই নেমে না যাক।

আগামী নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এবং ঘরোয়া বিজয় হাজারে ট্রফি সামনে রেখে রোহিত শর্মা নিজেকে প্রস্তুত করছেন। সব মিলিয়ে তিনি ওয়ানডেতে আরও কিছুদিন নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন।

রোহিতের সতীর্থ বিরাট কোহলিও ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপকে সামনে রেখে নিজেকে প্রস্তুত করছেন। ইতোমধ্যে অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে প্রায় ১০ কেজি ওজন কমিয়েছেন রোহিত শর্মা, যার প্রভাব পড়েছে মাঠের পারফরম্যান্সে।

ভারত সফর থেকে মেসির আয় ১২১ কোটি টাকা!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফুটবল তারকা লিওনেল মেসির তিন দিনের ভারত সফর ঘিরে ব্যাপক উন্মাদনা দেখা গেলেও কলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠানের দিন নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থাপনায় সেই উৎসব ম্লান হয়ে যায়। এবার সেই সফরকে কেন্দ্র করে আর্থিক লেনদেনের বিস্তারিত তথ্য সামনে এসেছে।

তদন্ত সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সফরের প্রধান আয়োজক শতদ্রু দত্তকে জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা যায়—এই সফরের জন্য লিওনেল মেসিকে প্রায় ৮৯ কোটি ভারতীয় রুপি পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে। বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ১২১ কোটি ৪ লাখ টাকা।

তদন্তে আরও জানা গেছে, মেসির ভারত সফরের পেছনে মোট ব্যয় হয়েছে প্রায় ১০০ কোটি রুপি। এর মধ্যে প্রায় ১১ কোটি রুপি ভারত সরকারকে কর হিসেবে পরিশোধ করা হয়েছে। আয়োজকের দাবি, এই ব্যয়ের বড় অংশ এসেছে বিভিন্ন স্পন্সর ও টিকিট বিক্রি থেকে।

এদিকে আয়োজক শতদ্রু দত্তের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে। সেখানে ২০ কোটি রুপির বেশি অর্থ জমা রয়েছে বলে জানিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা।

তবে বিপুল পারিশ্রমিক পেলেও এই সফর শেষে সন্তুষ্ট ছিলেন না মেসি। বিশেষ তদন্ত দল (এসআইটি) জানিয়েছে, অনুষ্ঠান চলাকালে দর্শকরা বারবার মেসিকে স্পর্শ বা জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন। পাশাপাশি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের স্বজনদের মাঠে বিশেষ সুবিধা দেওয়া এবং দর্শকদের ভাঙচুরের ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।

এই পরিস্থিতিতে নির্ধারিত সময়ের আগেই অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করতে বাধ্য হন মেসি। ঘটনার পর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অঙ্গনেও সমালোচনা শুরু হয়। এরই মধ্যে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস পদত্যাগ করেছেন। সল্টলেক স্টেডিয়ামের ওই দিনের বিশৃঙ্খলার ঘটনায় এখনো তদন্ত চলছে।

শীর্ষ থেকেই বছর শেষ করলো স্পেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ছেলেদের ফুটবলে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থেকে বছর শেষ করল স্পেন। ফিফার সর্বশেষ হালনাগাদকৃত র‍্যাঙ্কিংয়ে তাদের পয়েন্ট ১৮৭৭.১৮। দুই, তিন, চার ও পাঁচে থাকা আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও ব্রাজিলের পয়েন্ট ১৮৭৩.৩৩, ১৮৭০, ১৮৩৪.১২ ও ১৭৬০.৪৬।

এই তালিকায় বাংলাদেশ আগের মতো ১৮০ নম্বরে অবস্থান করছে। তবে হাভিয়ের কাবরেরার দলের পয়েন্ট ৯১১.১৯ থেকে কমে হয়েছে ৯১১.১।

র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম ৩৩ পর্যন্ত অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। এক ধাপ এগিয়ে ৩৪ নম্বরে উঠে এসেছে আলজেরিয়া। মিশরের সঙ্গেই মূলত আলজেরিয়ার অবস্থান পরিবর্তন হয়েছে। এক ধাপ পিছিয়ে মিশর এখন ৩৫ নম্বরে।

আরব কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েও সেরা দশের আরও কাছাকাছি আছে মরক্কো। আফ্রিকা মহাদেশের এই দলটি ১৭১৬.৩৪ পয়েন্ট নিয়ে

আগের মতোই আছে ১১ নম্বরে। তাদের পয়েন্ট বেড়েছে ৩.২২। এই টুর্নামেন্টে রানার্সআপ জর্ডান দুই ধাপ এগিয়ে ৬৪ নম্বরে উঠে এসেছে। নতুন র‍্যাঙ্কিংয়ে সবচেয়ে বেশি উন্নতি হয়েছে ভিয়েতনামের। তিন ধাপ এগিয়ে এখন তারা ১০৭ নম্বরে অবস্থান করছে। পয়েন্ট ও অবস্থান দুই দিক থেকেই অবনতি হয়েছে মালয়েশিয়ার। পাঁচ ধাপ পিছিয়ে এশিয়া মহাদেশের দলটি অবস্থান করছে ১২১ নম্বরে। ২২.৫২ পয়েন্ট কমে এখন দলটির পয়েন্ট ১১৪৫.৮৯।

গত নভেম্বরে নেপালের বিপক্ষে ২-২ গোলে ড্র করলেও এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচে ভারতকে ১-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR